প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের

সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান

উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম

সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস

প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন

প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব

প্রদায়ক
জেড এম সাদ
সাইমা ইসলাম তন্দ্রা

নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী
ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম

ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম

ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
সুশান্ত ঘোষ বরিশাল
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা
ছোটন সাহা ভোলা

গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান

এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম
অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭,
৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে
প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ,
২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

২৫ আশ্বিন ১৪২১ ■ ১০ অক্টোবর ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২০

মডেল : নাজিয়া ও জয়
ছবি : সুদীপ্ত সালাম

ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারি দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে

যত দিন যাচ্ছে, ততই উন্মোচিত হচ্ছে দেশের ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারি। শুধু আর্থিক কেলেঙ্কারিই নয়, ব্যাংকের টাকা লুটও পরিণত হতে চলেছে গতানুগতিক সংবাদে। সবশেষ খবর অনুযায়ী, একজন ব্যবসায়ী কয়েকটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে দেশের চারটি ব্যাংক থেকে ঋণের নামে হাতিয়ে নিয়েছেন প্রায় এক হাজার কোটি টাকা! এসব কেলেঙ্কারি নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটি হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই– দোষী ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকছেন। ব্যাংকের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। কেবল সরকারি ব্যাংক নয়, আকার-প্রকারে একটু আলাদা হলেও বেসরকারি ব্যাংকের বিভিন্ন দুর্নীতিও অব্যাহত রয়েছে।

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও বলছেন– 'উই আর টোটালি ফেইলড।' বলছেন, ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে দলীয় বিবেচনায় লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে ২০০৯ সালে এক দফায় এবং ২০১২ সালে আরেক দফায় ৭০ জনকে নিয়োগ দিয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। কিন্তু এসব নিয়োগ কোনো সুফল বয়ে আনেনি। সোনালী ব্যাংক-হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ ও বেসিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন কেলেঙ্কারি মানুষকে উৎকণ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনেও ব্যাংক খাতের এ অবস্থা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির সূত্রপাত ঘটে সামরিক শাসনামলে ১৯৭৭-৭৮ সালের দিকে। তারপর থেকে তা কেবল সম্প্রসারিতই হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাও সন্তোষজনক নয়। দোষী ব্যক্তিদের এখনো আইনের মুখোমুখি করা যায়নি। ব্যাংক সুপারভিশন বিভাগের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সততা নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারির এই খাদ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে, দোষী ব্যক্তিদের আইনের মুখোমুখি করতে না পারলে যে চরম বিপর্যয় দেখা দেবে, নীতিনির্ধারকরা কি সেটা বুঝতে পারছেন না?